सत्यमेव जयते

ক্রীড়া দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নতুন ক্রীড়ানীতি

২০১৫

মমতা ব্যানার্জী
মমতা' বৈনর্জী
ممتا بنرجی
Mamata Banerjee

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
মুখ্যমংত্রী, পশ্চিম বংগাল
وزیراعلیٰ مغربی بنگال
CHIEF MINISTER, WEST BENGAL

তারিখঃ ১৬.০৪.২০১৫

মুখবন্ধ

আমাদের সরকার একটি নতুন ক্রীড়া নীতি তৈরী করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে খেলাধুলার একটা সংস্কৃতি আছে। আমাদের তৈরী এই নতুন ক্রীড়া নীতির মূল লক্ষ্য - বাংলার ক্রীড়া ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নতি ঘটানো এবং ক্রীড়া আঙিনায় আরও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চারের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় বাংলাকে একটি সম্মানজনক উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া।

আমি এই উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মমতা ব্যানার্জী)

Nabanna, West Bengal Secretariat, Howrah-711 102
West Bengal, India
Tel : + 91-33-22145555, + 91-33-22143101
Fax : + 91-33-22144046, + 91-33-22143528

সূচী

নতুন ক্রীড়ানীতি, ২০১৫

১. ভূমিকা ১

২. লক্ষ্য ২

৩. উদ্দেশ্য ৩

৪. উদ্দেশ্য সাফল্যমন্ডিত করার পদক্ষেপ ৪

৫ ক্রীড়ায় সাফল্যর কৃতিত্ব ৭

৬. ক্রীড়াবিদদের উৎসাহ ভাতা ও পুরস্কার ১০

৭. ক্রীড়া প্রশাসন ১৩

৮. সম্পাদন পরিকল্পনা ১৫

সংযোজনী - ১ ১৬

সংযোজনী - ২ ১৮

নতুন ক্রীড়ানীতি, ২০১৫

১. ভূমিকা

১.১ পশ্চিমবঙ্গের জন জীবনে খেলাধূলা এক অপরিহার্য অঙ্গ। মানব সম্পদের উন্নতির এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমও খেলাধূলা। খেলাধূলা সমাজকে শৃঙ্খলার শিক্ষা দেয়, যুবদের মধ্যে সমাজ গঠনের পথ দেখায়।

১.২ এই ক্রীড়ানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য পরিকল্পিত উদ্যোগের দ্বারা রাজ্যের ক্রীড়া ব্যবস্থা, ক্রীড়া পরিকাঠামোকে উন্নত করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়ে তোলা, তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভা চিহ্নিত করণ, প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন খেলোয়াড়দের সুযোগ সুবিধা প্রদান, খেলায় যোগদানের উৎসাহ প্রদান এবং খেলার বিভিন্ন স্তরে সর্বাধিক কৃতিত্ব অর্জন।

বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের নবনির্মিত আন্তর্জাতিক মানের ড্রেসিংরুম

২. লক্ষ্য

ক্রীড়া সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনতে হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসিকতা তৈরি করে, বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, খেলোয়াড়ী সুলভ মনোভাব বাড়িয়ে, যথাযথ ক্রীড়া কাঠামো তৈরি করে, প্রাথমিক স্তরে প্রতিভা চিহ্নিত করে, তাদের ত্রুটি শুধরে, হাতে কলমে শিখিয়ে, গ্রামীন প্রতিযোগিতাগুলিকে উৎসাহ দিয়ে, স্কুল গুলির শিক্ষা সূচিতে ক্রীড়ার স্থান দিয়ে, অলিম্পিক গেমস্ এর অনুমোদিত খেলাগুলিকে, বিশেষত পদক জয়ের সম্ভাবনাময় কয়েকটি খেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ক্রীড়াকে একমাত্র পেশা হিসাবে গ্রহণ করার উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে।

নতুন ক্রীড়ানীতি, ২০১৫

৩. উদ্দেশ্য

নব ক্রীড়ানীতি ২০১৫ দ্বারা নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করতে হবে উপরিউক্ত লক্ষ্যগুলিকে অনুসরণ করে ঃ

৩.১ বিদ্যমান ক্রীড়া পরিকাঠামো গুলির উন্নতিসাধন ও রাজ্যের সর্বাধুনিক শৈল্পিক ক্রীড়া কাঠামোতে সম্প্রসারিত করা।

৩.২ ক্রীড়া ও যুব ক্লাবগুলিকে খেলাধূলার আয়োজন করতে উৎসাহিত করা।

৩.৩ অসাধারণ ক্রীড়া ব্যাক্তিত্বদের ক্ষেত্রে আর্থিক বৃত্তি, পুরস্কার এবং চাকরির সুযোগের ব্যবস্থা করা।

৩.৪ বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামোগুলিকে শক্তিশালী করা।

৩.৫ উচ্চ মানবিক বিচারের মাধ্যমে, খেলোয়াড়ী মনোভাব, বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব বাড়িয়ে ক্রীড়া সংস্কৃতি তৈরি করা যাতে যুব খেলোয়াড়দের মধ্যে জয়ের চেতনা উন্মুক্ত হয়।

৩.৬ রাজ্যের অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসকে উৎসাহিত করতে প্রচেষ্টা করা।

৩.৭ রাজ্যের স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনগুলির কার্যকারিতার স্বচ্ছতা আনতে প্রয়োজনীয় সবরকম পদক্ষেপ নেওয়া।

৩.৮ ক্রীড়াঙ্গনে রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাগুলির নিয়মিত ক্রীড়া চর্চা যাতে বজায় থাকে সেজন্য সাধ্যমত আর্থিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে সংস্থাগুলি যাতে রাজ্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হয়ে নিজেদের চেস্টায় আর্থিক সংস্থান করতে পারে তাতে উৎসাহ দেওয়া।

৩.৯ বেসরকারি সংস্থাগুলিকে ক্রীড়াক্ষেত্রে যোগসূত্র গড়ার কাজে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষপ নেওয়া।

৩.১০ ক্রীড়া প্রতিভার চিহ্নিতকরণ এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যের অধিকারী পুরুষ ও মহিলাদের পুরস্কৃত করা।

৪. উদ্দেশ্য সাফল্যমন্ডিত করার পদক্ষেপ

৪.১ ক্রীড়া দপ্তর, প্রশাসনিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তর যেমন ব্লক, সাব-ডিভিসন, জেলা ও রাজ্যের বিভিন্ন ক্রীড়া পরিকাঠামোর উপস্থিতি পর্যালোচনা করবে।

৪.২ রাজ্যস্তরে একটি নিজস্ব সূচী প্রস্তুত করা হবে যাতে আর্থিক ও মানব সম্পদকে প্রাধান্য দিয়ে যথাযথ স্তরে পৌঁছ দেওয়া যায়।

৪.৩ ওয়েব সাইটে দেওয়ার জন্য পরিকাঠামো সংক্রান্ত সারাংশ তৈরি করা হবে যাতে তা সহজলভ্য হয়।

৪.৪ প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ক্রীড়া দপ্তর, বিদ্যমান ক্রীড়া পরিকাঠামাগুলিকে জাতীয় পর্যায় উন্নীত করবে এবং প্রতি মহকুমাতে একটি স্পোর্টস স্টেডিয়াম গঠন করবে।

৪.৫ প্রাথমিক শারীরিক শিক্ষা এবং খেলার সুযোগ / পরিকাঠামো স্কুল ও কলেজ গুলির শিক্ষা সূচিতে বাধ্যতামূলক করা হবে।

৪.৬ রাজ্যস্তরের স্থানাধীকারী এবং জাতীয় পর্যায়ের অংশগ্রহনকারী খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে তাদের স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর স্তরের ভর্ত্তির ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্ত নম্বরের উপর বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে ।

৪.৭ উচ্চতর শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে জেলা, রাজ্য ও জাতীয় পর্যায় খেলা ও প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশগ্রহনকারী খেলোয়াড়দের ফাইনাল পরীক্ষায় বসার জন্য নির্দিষ্ঠ উপস্থিতি হারের উপর ছাড় দেওয়া হবে।

৪.৮ বিদ্যালয় স্তর থেকেই শারীরিক সক্ষমতা তৈরি করতে অন্তত একঘন্টা শরীর শিক্ষা এবং ক্রীড়ার জন্য শিক্ষা সূচীতে নির্দিষ্ট করা হবে।

৪.৯ স্কুল ও কলেজে ক্রীড়া উন্নত করা হবে বিভিন্ন স্তরে নিয়মিত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এবং রাজ্য স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। এই ধরণের প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হবে।

৪.১০ ক্রীড়ায় উৎকর্ষ বাড়াতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অসামান্য সাফল্য অর্জনকারীদের পুরস্কৃত করা হবে। এই পুরস্কার আর্থিক, চাকরির সুযোগ এবং অন্যান্য ভাবে পরিচিতি পাওয়ার সুযোগ করে দেবে।

৪.১১ জেলা ক্রীড়া পর্ষদ এবং মহকুমা ক্রীড়া পর্ষদগুলিকে পূনর্গঠন করা হবে যাতে তারা ক্রীড়া সংস্থায় ব্যাপকভাবে যোগদান করতে পারে এবং ক্রীড়া বিষয়গুলি আয়োজনের দায়িত্ব নিতে পারে নিজ এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায়। এ বিষয়ে বিশদ নির্দেশিকা প্রকাশ করা হবে ক্রীড়া দপ্তর থেকে।

৪.১২ জেলা ক্রীড়া পর্ষদ নিয়মিত ভাবে চিহ্নিত খেলাগুলির প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করবে। এই শিবিরগুলির জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক রাজ্যস্তরের প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হবে যখন যেমন প্রয়োজনের ভিত্তিতে।

৪.১৩ জেলা ও রাজ্য স্তরে নির্বাচিত কিছু ক্রীড়া ক্ষেত্রের জন্য প্রতিভা অন্বেষণ শিবিরগুলি নিয়মিত আয়োজন করা হবে। এরকম চিহ্নিত উঠতি খেলোয়াড়দের যথাযথ তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হবে। ঐ খেলোয়াড়দের যথাযথ প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করার চেষ্টা করা হবে।

৪.১৪ রাজ্য সরকার এবং জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলির দ্বারা নির্ধারিত নিয়মকানুন পালন করা হলে, রাজ্য স্তরের ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। রাজ্যস্তরের ক্রীড়াসংস্থাগুলির নিয়মিত কাজকর্ম চালানো সুনিশ্চিত করা হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের মাধ্যমে নজরদারী জোরদার করা হবে।

৪.১৫ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের খেলার মাঠের উন্নতি ও ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করা হবে।

৪.১৬ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, কর্পোরেট সংস্থা এবং রাজ্যসরকারের অধীন সংস্থাগুলিকে উৎসাহিত করা হবে তাদের নিজস্ব খেলার দল গঠন এবং রাজ্যস্তরের সুনির্দিষ্ট দলের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করতে।

৪.১৭ বেসরকারী উদ্যোগ এবং কর্পোরেট দুনিয়াকে খেলার দল ও খেলোয়াড় তৈরির পৃষ্ঠপোষকতার কাজে যুক্ত করতে এবং রাজ্য ক্রীড়া কাঠামো ও ক্রীড়া সংক্রান্ত কর্মকান্ডে তাদের সহযোগিতা আদায় করতে প্রচেষ্টা চালানো হবে।

৪.১৮ বিভিন্ন খেলার জন্য রাজ্যব্যাপী প্রশিক্ষকদের একটি পদালী (ক্যাডার) তৈরি করা হবে। প্রচেষ্টা চালানো হবে সকল জেলায় কিছু বাছাই করা খেলার জন্য প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করার।

৪.১৯ রাজ্যের ক্রীড়া সংক্রান্ত তথ্যর সঠিক সংকলন ও তথ্যভান্ডার তৈরি করতে প্রচেষ্টা করা হবে। রাজ্যস্তরে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যবিভাগ কেন্দ্র তৈরি করা হবে এবং জেলা স্তরেও যথাযথ অনুরূপ তথ্যবিভাগ কেন্দ্র তৈরি করা হবে।

৪.২০ রাজ্যের ক্রীড়া কর্মতৎপরতা বাড়াতে বিভিন্ন ক্লাবগুলিকে ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয়, প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন, প্রতিযোগিতা সংগঠিত করতে আর্থিক সহায়তা করা হবে। বিস্তারিত নির্দেশিকা সংযোজনী - ১ এ দেওয়া আছে।

পদ্মশ্রী গোষ্ঠ পালের মূর্ত্তী

৫. ক্রীড়ায় উৎকর্ষ অর্জন

৫.১ অলিম্পিকস্, এশিয়ান গেমস্, বিশ্বকাপ, কমনওয়েলথ গেমসের পদক জয় সবসময়ই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা গর্বিত স্থানের দখল নেয়। বিশ্বের অনেক দেশ তাদের খেলোয়াড়দের সহযোগিতা করতে ভালো ব্যবস্থাপনা ও পরিকাঠামা তৈরি করছে। এইসব দেশগুলি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তাদের ক্রীড়াবিদদের অনুশীলন, প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার্থে। এসব ছাড়াও পরবর্তী পর্যায় দরকার, সাফল্য অর্জনকারী ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের জন্য উপযুক্ত, অনুকূল পরিবেশ গড়ে দেওয়া এবং উচ্চতর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাওয়া নিশ্চিত করতে রাজ্যের সহযোগিতা।

৫.২ পশ্চিমবঙ্গের কোন খেলোয়াড় ব্যক্তিগত ভাবে অলিম্পিক / কমনওয়েলথ গেমস / বিশ্বকাপের মত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলে তাকে রাজ্য সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা করা হবে।

৫.৩ নিম্নে উল্লেখিত ক্রীড়া বিষয়গুলির সাফল্য উচ্চমানে উন্নীত করতে রাজ্যসরকার মনোযোগী হবে, যাতে আন্তর্জাতিক মানের টুর্নামেন্ট ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে পদক প্রাপ্তি ঘটে। নির্দিষ্ট খেলাগুলি হল তীরন্দাজি, অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, বক্সিং, ভারোত্তোলন, ফুটবল, টেনিস, জিমন্যাস্টিক্স, হকি, টেবল টেনিস, সাঁতার, কবাডি এবং উষু/ক্যারাটে। তালিকার পর্যালোচনা করা হবে পর্যায়ক্রমে প্রতি পাঁচবছর অন্তর অথবা তারও পূর্বে প্রয়োজনানুসারে।

৫.৪ রাজ্য সরকার কিছু নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ সুবিধা ও সরঞ্জাম সহ আবাসিক একাডেমি গঠন করবে। ক্রীড়া দপ্তর কর্পোরেট / বেসরকারী সংস্থার অংশগ্রহনকে স্বাগত জানাবে পেশাদারী মনোভাবাপন্ন পথে একাডেমিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

৫.৫ ক্রীড়া দপ্তর সুখ্যাতি সম্পন্ন কর্পোরেট অথবা বিশিষ্ঠ ক্রীড়াব্যক্তিত্বর সঙ্গে সমন্বয় গড়বে একাডেমির পূর্নাঙ্গ অথবা আংশিক ব্যয়ভার বহনের জন্য।ক্রীড়া অনুশীলন ও উন্নতির ক্ষেত্রে সীমিতকালের জন্য পারস্পরিক চুক্তি করা হবে।

৫.৬ একটি **রাজ্য-ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান** গড়া হবে যার অধীনে ক্রীড়াবিদরা শংসাপত্র পেতে পারবে এবং ক্রীড়া প্রশিক্ষণ বিষয়ক বিদ্যা, স্পোর্টস মেডিসিন, পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষা, শরীর শিক্ষা, আধুনিক সরঞ্জাম, ট্রেনিং শাসনতন্ত্র শিক্ষা এবং ক্রীড়া বিষয়ক অন্যান্য শিক্ষা গ্রহন করে চাকরির সুযোগের বিস্তার লাভ হয়, পাশাপাশি যাতে রাজ্যে প্রচুর সংখ্যক দক্ষ প্রশিক্ষকের সৃষ্টি হয়।

৫.৭ ক্রীড়া দপ্তর রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে রাজ্যস্তরের লিগ ম্যাচের আয়োজন, প্রশিক্ষণ শিবির সংগঠিত করা এবং রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আর্থিক সহযোগিতা করবে। এ ব্যাপারে পরবর্তীকালে ক্রীড়াদপ্তর থেকে সবিস্তার নির্দেশিকা প্রকাশ করা হবে।

৫.৮ **সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ প্রকল্প** চালু করা হবে। এই প্রকল্পের মধ্যে জাতীয় স্তরের প্রথম চারজন খেলোয়াড়দের বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে। যেমন, জাতীয় / আন্তর্জাতিক স্তরের প্রশিক্ষণ / ট্রেনিং, ক্রীড়া সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সহায়তা দেওয়া হবে যাতে তারা তাদের প্রতিভাকে আন্তর্জাতিক / জাতীয় স্তরে উন্নীত করতে পারে। পরবর্তিকালে বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রকাশ করা হবে ক্রীড়া দপ্তর থেকে।

৫.৯ **প্রাথমিক ক্রীড়া প্রতিভা বৃত্তি প্রকল্প** শুরু করা হবে, যার মধ্যে প্রতি বছর আট থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী দশজন খেলোয়াড়কে চিহ্নিত করা হবে। (৫.৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত) সুনির্দিষ্ট খেলার বিষয়গুলির জন্য যাতে তারা দুর্দান্ত সাফল্য পেতে পারে এ-ব্যাপারে জেলা এবং রাজ্য স্তরে প্রচার করা হবে এবং তারপর প্রতিযোগিতায় খেলার মান দেখে খেলোয়াড়দের চিহ্নিত করা হবে। পাশাপাশি আরো পঞ্চাশ জন খেলোয়াড়কে চিহ্নিত করা হবে অন্যান্য খেলার মধ্য থেকে। এই খেলোয়াড়দের বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হবে পাঁচ বছরের জন্য। পরবর্তিকালে বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রকাশ করা হবে ক্রীড়া দপ্তর থেকে।

৫.১০ প্রত্যেক জেলার ক্রীড়া পর্ষদ **ক্রীড়া নার্সারি** শুরু করবে জেলা স্টেডিয়ামগুলিতে। উপরে উল্লিখিত খেলার বিষয়ের মধ্যে অন্তত চারটি বিষয় নিয়ে নার্সারির কাজ শুরু করবে যেখানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন খেলায় ভর্ত্তি হতে পারবে। যথাযথ প্রশিক্ষণের পর এই শিক্ষার্থীদের বাছাই করা হবে রাজ্যের স্পোর্টস একাডেমিতে আরো উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য।

৫.১১ আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাওয়ার জন্য সঠিক পরিবেশ দিতে ক্রীড়া দপ্তর বিভিন্ন খেলার বিষয় নিয়ে আবাসিক একাডেমি তৈরি করবে। প্রারম্ভিক ভাবে শীঘ্রই এই ধরণের একাডেমি তৈরি হবে ফুটবল, টেবিল টেনিস, তীরন্দাজি, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, অ্যাথলেটিক্স, জিমন্যাস্টিক্স এবং সাঁতার দিয়ে। এই একাডেমিতে আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়া সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সুযাগ সুবিধা থাকবে। প্রত্যেক একাডেমি সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য যথাযথ কর্মচারী ও দক্ষ প্রশাসক থাকবে।

৫.১২ লাভজনক রাজ্য সরকারী অধিগৃহীত সংস্থাগুলিকে অনুরোধ করা হবে রাজ্যে একটি করে ক্রীড়া একাডেমিকে দেখভাল করার জন্য সি এস আর কর্মসূচীর অংশ হিসাবে।

ঝাড়গ্রাম স্পোর্টস্ একাডেমি

দার্জিলিংএর লেবংএ গোর্খা স্টেডিয়াম

৬. ক্রীড়াবিদদের উৎসাহ ভাতা ও পুরস্কার

৬.১ রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ক্রীড়াদপ্তর প্রতিবছর চার ধরণের পুরস্কার প্রদান করবে। এরজন্য গঠিত কমিটির কাছে থেকে মনোনয়ন গ্রহন করা হবে। এগুলি হলঃ

৩৫ তম জাতীয় ক্রীড়ায় স্বর্নপদক জয়ী স্বপ্না বর্মনকে সংবর্ধিত করছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

৬.১.১ **লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড** - যাঁরা আন্তর্জাতিক স্তরে অসামান্য সাফল্য এনেছেন এবং রাজ্যের ক্রীড়া উন্নতিতে যাঁদের অবদান আছে, প্রতিবছর এমন সর্বাধিক দুজনকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। আর্থিক পুরস্কারের সঙ্গে দেওয়া হবে একটি ফলক।

৬.১.২ **বাংলার গৌরব পুরস্কার** - যে সকল প্রবীন ক্রীড়া ব্যাক্তিত্ব রাজ্য ক্রীড়াকে জনপ্রিয় ও প্রসার ঘটিয়েছেন তাদের এই পুরস্কার দেওয়া হবে। আর্থিক পুরস্কারের সঙ্গে দেওয়া হবে একটি ফলক।

৬.১.৩ **ক্রীড়া গুরু সম্মান** - এই পুরস্কার দেওয়া হবে দক্ষ প্রশিক্ষক ও ট্রেনারদের যাঁরা ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রগাঢ় প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আর্থিক পুরস্কারের সঙ্গে একটি ফলক দেওয়া হবে ।

৬.১.৪ **খেল সম্মান** - এই পুরস্কার দেওয়া হবে যাঁরা ক্রীড়ার যে কোন বিভাগ থেকে রাজ্যে সুনাম এনে দিয়েছেন। আর্থিক পুরস্কারের সঙ্গে দেওয়া হবে একটি ফলক। এই পুরস্কারগুলির জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও বিস্তারিত নির্দেশিকা সংযোজনী - ২ ত বর্নিত আছে।

৬.২ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের অবদান স্বরূপ প্রশিক্ষকদের উৎসাহ ও স্বীকৃতি দিতে সন্তোষজনক আর্থিক পুরস্কার চালু করা হবে।

৬.৩ একই ভাবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে পুরস্কার প্রাপক খেলোয়াড়দের সংযোজনী - ২ নির্দেশিকা অনুযায়ী আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে।

৬.৪ যে সকল খেলোয়াড় অর্জুন, খেলরত্ন, দ্রোণাচার্য, লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, খেল-সম্মান, ক্রীড়া-গুরু এবং বাংলার গৌরব পুরস্কারে ভূষিত হবেন তাদের রাজ্য পরিবহনের ডিল্যাক্স বাস, জলপথ, ট্রাম সহ যে কোন সরকারী বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে। রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য খেলোয়াড়দের বাস ভাড়ার উপর ৭৫% ছাড় দেওয়া হবে।

৬.৫ রাজ্য সরকার চাকুরীক্ষেত্রে শূন্যপদের ৩০% সংরক্ষণ করবে 'এক্সেমপ্টেড ক্যাটাগরী'তে। সরকারের নীতি অনুযায়ী অলিম্পিক স্বীকৃত খেলাগুলির জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় প্রথম তিন স্থানাধীকারী এবং রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধীকারী 'এক্সেমপ্টেড ক্যাটাগরী'তে বিবেচিত হবেন। এই ৩০% সংরক্ষণ ছাড়াও চলতি নিয়ম অনুযায়ী মেধাবী অপেশাদার ক্রীড়াবিদদের জন্য সংরক্ষণ রাখা হতে পারে। খেলোয়াড়রা যাতে এই সুযোগ সুবিধাগুলি গ্রহন করতে পারে তার যথাযথ পদক্ষেপ নেবে ক্রীড়াদপ্তর।

৬.৫.১ রাজ্য সরকারের অধীন খেলোয়াড়রা শূন্যপদে নিযুক্ত হচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখার জন্য ক্রীড়াদপ্তর একটি সুসংগঠিত সেল গঠন করবে।

৬.৫.২ এই সেলটি উপযুক্ত প্রার্থীদের চাকরির আবেদনের জন্য নিয়মিত আমন্ত্রন জানাবে এবং এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম অধিকর্তার ''এক্সেমপ্টেড ক্যাটাগরী সেলের'' সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।

৬.৫.৩ কর্পোরেশন এবং বোর্ডের মত আধা সরকারী দপ্তরে স্পোর্টস কোটায় সংরক্ষিত শূণ্য পদগুলিতে যথাযথ খেলোয়াড়দের নিয়োগ করা হবে।

৬.৬ রাজ্যের দুঃস্থ অলিম্পিয়ান অথবা জাতীয় চ্যাম্পিয়নদের আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে অর্থ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করা হবে।

৬.৭ জাতীয় পর্যায় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহনের জন্য স্বীকৃত রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে এককালীন টাকা বরাদ্দ করা হবে। এই অর্থ দেওয়া হবে অ্যাসোসিয়শনের অংশগ্রহনকারী খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক এবং দুজন প্রতিনিধিকে ট্রেন ভাড়া এবং আনুসঙ্গিক ব্যায়ের জন্য। এই অর্থ দেওয়া হবে প্রতিযোগী খেলোয়াড়দের সংখ্যা ও প্রতিযোগিতার স্থান বিবচনা করে।

৬.৮ স্বীকৃত রাজ্য ক্রীড়া সংস্থা এবং জেলা ক্রীড়া পর্ষদ পরিচালিত রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য এককালীন টাকা দেওয়া হবে। ক্রীড়া সংস্থাগুলি ক্রীড়াদপ্তরের কাছে তাদের প্রতিমাসের ক্রীড়াসূচী / প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা সম্বলিত বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রতিবছর ৩১ শে জানুয়ারির মধ্যে জমা দেবে।

৬.৯ বার্ষিক জেলা ক্রীড়া আয়োজন করার জন্য এককালীন টাকা বরাদ্দ করা হবে জেলা ক্রীড়া পর্ষদকে। একই ভাবে রাজ্য স্তরের স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য এককালীন টাকা দেওয়া হবে স্কুলের শিক্ষা দপ্তরের স্কুল স্পোর্টস পরিচালকবর্গকে।

৬.১০ উচ্চশিক্ষা দপ্তর ক্রীড়াদপ্তরের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবে বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে।

৬.১১ মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ ট্রফিতে সাফল্য অর্জনকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সন্তোষজনক আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে।

৭. ক্রীড়া প্রশাসন

৭.১ সকল জেলা সদর উপশাসক ও উপ সমাহর্তা পদাধিকারের মধ্য থেকে একজন জেলা ক্রীড়া আধিকারিক (ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস্ অফিসার) থাকবেন। তিনি জেলা ক্রীড়া পর্ষদ সদস্য-সচিব হিসাবে কাজ করবেন। তাঁকে সহযোগিতার জন্য জেলা ও ব্লক স্তরে ক্রীড়া সঞ্চালক (একজন দক্ষ ব্যক্তি অথবা খেলোয়াড়) তার সহযোগী হিসাবে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত হবেন। নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত নীতি নির্ধারণ হবে অর্থদপ্তরের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের কিছু প্রশিক্ষককে সাময়িক অথবা স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করা হবে জেলা ক্রীড়া অফিসে।

৭.২ একই ভাবে প্রত্যেক মহকুমা সদর উপশাসকদের মধ্য থেকে মহকুমা ক্রীড়া আধিকারিক (সাব ডিভিসনাল স্পোর্টস অফিসার) থাকবেন। তিনি মহকুমা ক্রীড়া পর্ষদের সদস্য-সচিব হিসাবে কাজ পরিচালনা করবেন। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের কিছু প্রশিক্ষক সাময়িক অথবা স্থায়ীপদে মহকুমা ক্রীড়া আধিকারীকের (সাব ডিভিসনাল স্পোর্টস্) অফিসে নিযুক্ত হবেন।

৭.৩ ক্রীড়া দপ্তর একটি ক্রীড়া সংগ্রহশালা এবং একটি ক্রীড়া গ্রন্থাগার নির্মান করবে।

৭.৪ রাজ্যে একটি যথাযথ প্রশিক্ষক দল গঠন করা হবে। প্রশিক্ষণে দশ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং সম-যোগ্যতা সম্পন্নদের উচ্চ প্রশিক্ষক পদে পদোন্নতি করা হবে। ক্রীড়া দপ্তর এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় মৌখিক পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করবে।

৭.৫ রেফারি, আম্পায়ার এবং বিচারকদের দল গঠন করে তাদের সন্তোষজনক পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে যাতে তাদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন অংশ হিসাবে আকৃষ্ট করে একটা পদ্ধতির মধ্যে আনা যায়। তাদের পেশাদারী দক্ষতা উন্নত করার লক্ষ্যে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচয় পত্র পাবার ক্ষেত্রে ক্রীড়া দপ্তর যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

৭.৬ রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে তাদের কার্যকারিতায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে যাতে রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্য পাবার ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

৭.৭ এ ব্যাপারে রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাগুলিতে প্রতি চারবছর অন্তর নির্বাচন করার প্রয়োজন হবে। কার্যকরী সদস্যরা টানা তিনটি টার্মের বেশি পদ অধিগ্রহন করতে পারবেন না।

৭.৮ প্রতিটি ক্রীড়া সংস্থার গঠন করা **প্লেয়ার্স কমিটিতে** বারোজন সদস্যের বেশি রাখা যাবে না। প্রতি কমিটিতে পঞ্চাশ শতাংশ থাকবেন বর্তমান খেলোয়াড়। নতুন কমিটি গঠন হওয়ার পর সর্বাধিক দুবছর অফিস অধিগ্রহন করে রাখতে পারবে। রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর এবং বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন বর্তমান ও প্রবীন খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে দুজন করে সদস্যকে প্রতি কমিটিতে তাদের মনোনীত করবেন।

৮. সম্পাদন পরিকল্পনা

অন্যান্য নীতিসমুহের ন্যায় এই নীতি-ও দুটি সম্পাদন পরিকল্পনায় বিভাজন করে তৈরি করা হয়েছে। যথা - স্বল্প মেয়াদী (২ বছরের জন্য) এবং মধ্যমেয়াদী (৫ বছরের জন্য)। এই নীতির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিম্নলিখিত উপায় কার্যকরী করা হবে ঃ-

স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী
• ফুটবল, সাঁতার, তীরন্দাজী, ভলিবল, জিমন্যাস্টিকস, অ্যাথলেটিক্স ইত্যাদিতে রাজ্যস্তরে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা।	• প্রত্যেক মহকুমায় ক্রীড়াঙ্গন তৈরি করা।
• জাতীয় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীগণের জন্য আর্থিক উৎসাহ ভাতা প্রদানের রূপরেখা তৈরি করা।	• প্রাথমিক ক্রীড়া প্রতিভা বৃত্তি শুরু করা।
• সমস্ত জেলায় ক্রীড়ার প্রাথমিক শিক্ষণ সংস্থা চালু করা।	• রাজ্যস্তরে ক্রীড়া সংগ্রহশালা এবং ক্রীড়া গ্রন্থাগার তৈরি করা।
• সম্ভাবনাময় ক্রীড়ানক / খেলোয়াড়দের জন্য প্রশিক্ষণ যোজনা পরিচালনা করা।	• রাজ্য পর্যায় ক্রীড়া শিক্ষন কেন্দ্র স্থাপন করা।
• জেলা এবং মহকুমা গুলোতে প্রয়োজনীয় ক্রীড়া পরিষদ পুনর্গঠন করা।	• উচ্চশিক্ষা দপ্তর কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদ গঠন করা।
• মেধাবী খেলোয়াড়দের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি স্বরুপ পুরস্কার প্রথা চালু করা।	• রাজ্য ও জেলা স্তরে নথী সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা।
• ক্রীড়া কোটায় চাকুরী প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট সেল গঠন করা।	• রাজ্যসরকার অধীগৃহীত সংস্থা কিংবা নিগম দ্বারা রাজ্যস্তরে আবাসিক ক্রীড়া শিক্ষা কেন্দ্র করা।
• খেলোয়াড় ও পুরস্কৃত খেলোয়াড়দের সরকারী পরিবহনে ভাড়ায় ছাড় দেওয়া।	• বিবিধ ক্রীড়া ক্ষেত্রে রাজ্যস্তরে প্রশিক্ষক গঠন করা।
• মেধাবী খেলোয়াড়দের উচ্চ-শিক্ষায় ভর্তি এবং হাজিরায় সুবিধা প্রদান।	• রেফারি, বিচারক ও আম্পায়ারদের প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান কেন্দ্র গঠন করা।
	• ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত নীতিসমূহ রাজ্য মন্ত্রীসভা অনুমোদন সাপেক্ষে প্রতি ৩ বছর অথবা তৎপূর্ব পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

রাজ্যপালের আদেশানুসারে

স্বাক্ষরিত
(রাজেশ পান্ডে)
সচিব
ক্রীড়া দপ্তর

১. প্রশিক্ষণ শিবির

জেলা ও রাজ্যস্তরে ক্রীড়া প্রশিক্ষন ও প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করা হবে নিম্নলিখিত নির্দেশিকা মেনে।

১.১ যদিও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ কলকাতা ও জেলাগুলির বিভিন্ন ক্লাব ও আয়োজক সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রীড়া বিষয় অনাবাসিক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করছে তথাপি এই ধরণের প্রশিক্ষণ শিবির জেলা, মহকুমা অথবা পৌরসভা স্তরের স্টেডিয়ামগুলিতে করার প্রস্তাব রাখা হচ্ছে।

১.২ শিবিরগুলির আয়োজনে যৌথ দায়িত্বে থাকবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ, জেলা ক্রীড়া পর্ষদ এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য ক্রীড়া সংস্থা। রাজ্য সরকারের পরিকাঠামো ব্যবহার করেই এই প্রশিক্ষণ শিবির হবে। কোন ক্লাব অথবা কোন আয়োজক সংস্থা শিবির আয়োজনের দায়িত্বে থাকতে পারবে না।

১.৩ শিবিরের সামগ্রিক অর্থ ব্যয় হবে ক্রীড়া দপ্তরের মাধ্যমে। প্রয়োজন অনুযায়ী খরচের পরিমানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

১.৪ প্রতিটি জেলা ক্রীড়া পর্ষদকে তাদের জেলার বিভিন্ন স্টেডিয়াম ও স্পোর্টস একাদেমিতে তাদের প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রস্তাবিত ক্যালেন্ডার প্রত্যক বছরের ১৫ ই জানুয়ারির মধ্যে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের কাছে পাঠাতে হবে।

২. ক্লাব অনুদান

২.১ রাজ্য সরকারের অর্থ সাহায্যে প্রতিটি ক্লাব / আয়োজক সংস্থা বাধ্য থাকবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের প্রশিক্ষকের অভিভাবকত্বে অথবা স্থানীয় প্রশিক্ষক দ্বারা অন্তত দুটো খেলার বিষয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করতে।

২.২ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারা আয়োজিত প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বাধ্য থাকবে অংশ নিতে ১.১ ধারায় বর্নিত প্রস্তাব অনুযায়ী।

২.৩ ক্লাব বা আয়োজক সংস্থা অনুদানের অবশিষ্ট টাকা দিয়ে পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় করতে পারবে।

২.৪ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজনে ব্যর্থ ক্লাব / সংস্থা খরচের হিসাব (ইউটিলাইজেসন সার্টিফিকেট) জমা দিতে অপারগ হলে পরবর্তী অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে অবিবেচিত হবে।

৩. রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে অনুদান

অলিম্পিক্সে স্বীকৃত ক্রীড়া বিষয়গুলি নিয়ে বিভিন্ন স্তরের প্রতিযোগিতা সংগঠিত করতে রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

৩.১ ভিন রাজ্য / দেশ, জাতীয় / আন্তর্জাতিক স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহনের জন্য প্রতিযোগী দলকে থ্রি টায়ার ট্রেনের যাতায়াতের ভাড়া এবং প্রয়োজনীয় ক্রীড়াসামগ্রী ক্রয় করার টাকা ও প্রত্যেক সদস্যের দৈনিক ভাতা দেওয়া হবে। দৈনিক ভাতার পরিমান অর্থদপ্তর স্থির করবে। বিদেশ যাতায়াতের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততম পথের ইকনমি ক্লাসের বিমান ভাড়া পরিশোধ করে দেওয়া হবে।

৩.২ সংশ্লিষ্ঠ রাজ্য সংস্থা এই ব্যাপারে দল পাঠানোর আগে তাদের প্রস্তাব নির্ধারিত ফর্মের মাধ্যমে জমা দেবে ক্রীড়া দপ্তরের কাছে।

৩.৩ রাজ্য প্রতিযোগিতা / টুর্নামেন্ট এর ক্ষেত্রে খাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। প্রয়োজনানুসারে প্রতিযোগীদের ৮ কিলোমিটারের উপর যাতায়াতের নির্দিষ্ট ভাড়া বহন করা হবে।

৩.৪ ক্রীড়া দপ্তর অনুদানের পরিমান পর্যায়ক্রমে পুর্নবিবেচনা করবে, বিভিন্ন স্তরে চ্যাম্পিয়নশিপ / টুর্নামেন্ট আয়োজন করার জন্য। পাশাপাশি জাতীয় / আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য দৈনন্দিন খরচেরও পুনর্বিবেচনা করবে।

১. পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে নামী ক্রীড়াবিদদের যোগ্যতার শর্ত

ক্রীড়া নীতির পরিচ্ছেদ ৬.১ এর অধীন পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণ হবে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের যোগদানের পয়েন্ট অর্জন করার দক্ষতার উপর। যে খেলোয়াড় শেষ পাঁচ বছর অন্ততপক্ষে সর্বমোট ৪০ পয়েন্ট সংগ্রহ করবেন তিনি পরবর্তী বছর খেল সম্মান পুরস্কারের জন্য মনোনিত হবেন।

সিরিয়াল নং	টুর্নামেন্ট	স্বর্নপদক	রৌপ্য পদক	ব্রোঞ্জপদক	অংশগ্রহন
১.	অলিম্পিক গেমস	১০০	৯০	৮০	২৫
২.	বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা(চার বছর)	৮০	৭০	৬০	২০
৩.	প্যারা অলিম্পিক	৭০	৬০	৫০	১৫
৪.	এশিয়ান গেমস	৬০	৫০	৪০	১৫
৫.	কমনওয়েলথ গেমস	৬০	৫০	৪০	১৫
৬.	এশিয়ান / কমনওয়েলথ প্রতিযোগিতা / কাপস(দুই বছর)	৪০	৩০	২০	১০
৭.	বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ	৪০	৩০	২০	১০
৮.	সাফ গেমস	২০	১৫	১০	১০
৯.	বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়	২০	১৫	১০	৫
১০.	জাতীয় ক্রীড়া / জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ	১৫	১২	১০	৫

১.১ দলগত বিভাগের খেলাগুলির ক্ষেত্রে দলের প্রতিটি সদস্য উল্লখিত পয়েন্ট অর্জন করবেন।

১.২ পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম যা প্রয়োজন

১.২.১ খেল সম্মান ৪০ পয়েন্ট।

১.২.২ বাংলার গৌরব ৮০ পয়েন্ট

১.২.৩ জীবনকৃতি সম্মান (লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট) ১২০ পয়েন্ট

১.২.৪ ক্রীড়াগুরু সম্মান - সমগ্র শিক্ষাথীদের একত্রিত সংগ্রহ ৮০ পয়েন্ট

১.৩ যে ব্যক্তি ক্রীড়াগুরু সম্মান অথবা বাংলার গৌরব সম্মান পেয়েছেন তিনি উল্লেখিত সাফল্যের ভিত্তিতে কেবলমাত্র জীবনকৃতি পুরস্কারে ভূষিত হতে পারবেন।

১.৪ খেল সম্মান পাওয়া ব্যক্তি ক্রীড়াগুরু, বাংলার গৌরব অথবা জীবনকৃতি সম্মানে ভূষিত হতে পারবেন উল্লেখিত যোগ্যতার ন্যূনতম পয়েন্ট অর্জন করলে।

১.৫ জীবনকৃতি সম্মান (লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট) বিভাগে যাঁরা পুরস্কার পাবেন তারা সেই বিভাগে অন্য কোন একটি ক্রীড়া পুরস্কারর জন্য মনোনিত হবেন না।

২. এই পুরস্কারগুলির মনোনয়নের জন্য ক্রীড়াদপ্তর একটি কমিটি গঠন করার কথা ঘোষণা করবে। এই কমিটি পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশ করার ক্ষেত্রে উপরে বর্নিত যোগ্যতা যাচাই করবে কঠোরভাবে। এই কমিটি বিভিন্ন টুর্নামেন্ট / কাপ / প্রতিযোগিতাগুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্ট করে তুলতে পারা যায় কিনা তা বিবেচনা করে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে। এই কমিটি অর্জুন, খেলরত্ন এবং দ্রোনাচার্য এর মত সম্মানীয় জাতীয় অ্যাওয়ার্ডগুলির যথাযথ মূল্যসূচক দিয়ে ক্রীড়াবিদদের মনোনয়ন করবে।

৩. ক্রীড়াবিদদের উৎসাহদায়ক আর্থিক পুরস্কারে মনোনিত হওয়ার যোগ্যতামান

৩.১ জাতীয় প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্বকারী খেলোয়াড়দের আর্থিক সহযোগিতা করা হবে। আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার জন্য প্রতিবছরে একবার নির্দিষ্ঠ ছকে আবেদন পত্রের আমন্ত্রন করা হবে রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর থেকে। আবেদন পত্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংগঠন অথবা ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের আধিকারীকদের দেওয়া বিজয়ী / পদক / তালিকায় অবস্থান / টাইটেল এর শংসাপত্রের প্রত্যয়িত অনুলিপি দাখিল করা বাঞ্ছনীয়।

৩.২ ক্রীড়াদপ্তর পুরস্কারের বিবেচনার জন্য আবেদন পত্রগুলি গ্রহন করবে।

৩.৩ ব্যক্তিগত ইভেন্টের পদকজয়ীদের দেওয়া সমান অর্থ দেওয়া হবে পুরস্কার প্রাপক দলগত ইভেন্টের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে।

৩.৪ জুনিয়র বিভাগের খেলোয়াড়রা উপরিউক্ত অর্থের ৫০% পাবে।

৩.৫ রেকর্ড ভাঙ্গলেই শুধু চলবে না, কেবলমাত্র পদক জয়ীরাই আর্থিক পুরস্কার পাবে।

৪. জাতীয় / আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মান অর্জনকারীদের আর্থিক পুরস্কার

৪.১ স্বীকৃত ক্রীড়া সংস্থা দ্বারা পরিচালিত জাতীয় / আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রথম তিন স্থানাধীকারী ক্রীড়াবিদকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে বিশদ নির্দেশিকা ক্রীড়াদপ্তর প্রকাশ করবে।

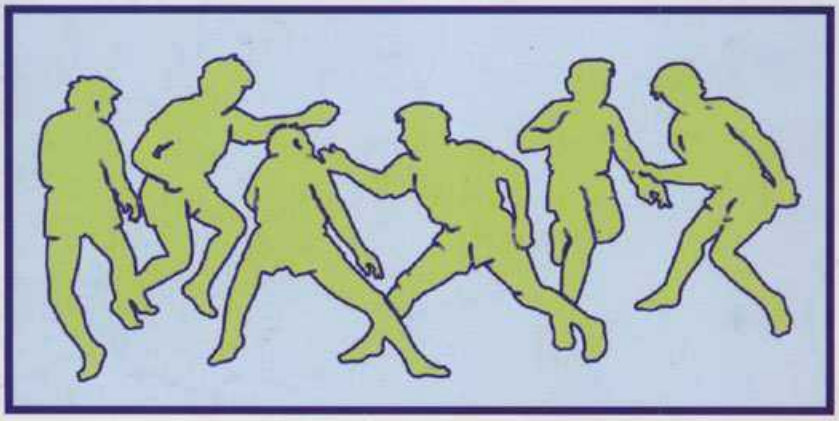

ক্রীড়া দপ্তর
ব্লক-বি, পঞ্চম তল, নব মহাকরণ, ১, কিরণ শঙ্কর রায় রোড,
কলকাতা- ৭০০০০১

Fax No. 033-22625741, e-mail i.d.: sportssecywboffice@gmail.com // jsgowb.sp@gmail.com, website : www.wbsports.in